দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৮

১৮২

৭ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

সেসন পরিবর্তন

২৫শে মে 'সেসন পরিবর্তন' শিরোনামে মহিবুর রহমান মুহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি দ্বিমত প্রকাশ করছি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেসন জট এবং ভর্তির অনিয়ম সম্পর্কে তার সচেতনতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে সেসন জটের সমাধানের যে পরামর্শ তিনি দিয়েছেন তা মেনে নেয়ার মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাইয়ের পরিবর্তে জানুয়ারীতে সেসন আনলে সেসন জট কমে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেন জুলাইতে সেসন আরম্ভ হচ্ছে, জুলাইর সেসন জানুয়ারীতে আনতে গেলে কি কি সমস্যা দেখা দেবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন সেসন জট হচ্ছে এসব ব্যাপারে তিনি মনে হয় খুব একটা ভাবেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসনের সাথে জড়িত আছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সেসন। মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় মার্চ মাসে। ফল প্রকাশ হয় জুনে। সে হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিকের সেসন আরম্ভ হয় জুলাইতে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় মে/জুনে ফল প্রকাশিত হয় আগষ্ট/সেপ্টেম্বরে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের দু'বছর পূর্তির পরেই জুলাইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেসন আরম্ভ হয়। এখানে দু'মাস নষ্ট করে দিচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক-এর বর্তমান ব্যবস্থা। এখন যদি জুলাইর স্থলে জানুয়ারীতে সেসন নেয়া হয় তাহলে আমাদের শিক্ষাজীবন থেকে ছয়মাস বাদ পড়বে। আর জানুয়ারীতে সেসন আনলেই যে জানুয়ারীতে ক্লাস আরম্ভ করতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেসন জটের কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনার সাময়িক সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় ছাত্র সংগঠন গুলোর আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরীক্ষার পরিবেশ থাকে না বিধায় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দেন। এতেও সেশন জট হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় ছাত্ররা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আন্দোলন করে পরীক্ষা পিছাতে বাধ্য করে।

চতুর্থতঃ ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে পরবর্তী সেশনের ক্লাস আরম্ভ হতে বিলম্ব হয়, এর ফলেও সেশন পিছিয়ে যায়। অর্থাৎ সেশন জট দেখা দেয়। আমার মতে নিম্নলিখিত ব্যাপারে গুরুত্ব দিলে সেশন জট আস্তে আস্তে অনেকাংশে সমাধান হয়ে যাবে।

১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি আরো দ্রুত করতে হবে, যাতে করে ডিসেম্বরের মধ্যেই ভর্তি কাজ সম্পন্ন করে জানুয়ারীতে ক্লাস আরম্ভ করা যায়।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমস্যার জন্য অনেক সময় সিলেবাস নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায় না। শিক্ষক নিয়োগ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। আবাসিক সমস্যা এবং বইয়ের সমস্যা প্রকট, তাই ক্লাসে সিলেবাস শেষ হলেও অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুতি নিতে পারে না বলে, পরীক্ষা পেছানোর দাবী তোলে। আবাসিক এবং বইয়ের সমস্যা কাটিয়ে তুলতে হবে।

৫। যেহেতু ভর্তি এবং ফল প্রকাশ একই সেশনের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা মার্চ/এপ্রিলে নিয়ে জুনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। তাহলে আমরা আরো দু'টা মাস হাতে পাবো, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৃষ্ট সেশনজট ভয়ংকর যা এক বছরে সমাধান করা যাবে না, একটু সময় নিতে হবে। সেশনজট কেটে যাক এটা আমাদের সবারই কাম্য। সেশনজট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জোরালো পদক্ষেপ যাতে নেয় এই কাম্য।

মোঃ মহসিন
৩য় বর্ষ পরিসংখ্যান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।